দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বা মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥ ২০০ ॥

শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা যথা—(১) কৃপালু—পরদুঃখ অসহিষ্ণু। কোন প্রাণিমাত্রের সম্বন্ধে অকৃতদ্রোহ, অর্থাৎ কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে, কিন্তু তিনি কাহারও অনিষ্টকরেন না। (২) তিতিক্ষু—ক্ষমাবান্। (৩) সত্যসার—সত্যই হইয়াছে সার অর্থাৎ বল যাহার। (৪) অনবদ্যাত্মা—অসূয়াদি-দোষরহিত। (৫) সম—সুখ ও দুঃখে সমান, অর্থাৎ সুখেও স্পৃহাশূন্য, দুঃখেতেও উদ্বেগরহিত। (৬) উপকারক–যথাশক্তি সকলের হিতকারী। (৭) বিষয়ভোগের দ্বারা অক্ষোভিতচিত্ত। (৮) দান্ত—সংযত-বাহ্যেন্দ্রিয়। (৯) মৃদু—অকঠিনচিত্ত। (১০) অকিঞ্চন—পরিগ্রহশূন্য। (১১) অনীহ–দৃষ্টিক্রিয়াশূন্য। (১২) মিতভূক্—লঘু আহারকারী। (১৩) শান্ত—সংযত অন্তঃকরণ। (১৪) স্থির—নিজ ধর্ম্মে অচঞ্চল। (১৫) মচ্ছরণ–একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন। (১৬) মুনি—মননশীল। (১৭) অপ্রমত্ত—সাবধান। (১৮) গাম্ভীরাত্মা—নির্ব্বিকার। (১৯) ধৃতিমান—বিপতকালেও কাতরতাশূন্য। (২০) জিতষড়্গুণ–যে জন শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা—সংসার-সাগরের এই ছয়টি তরঙ্গকে জয় করিয়াছেন। (২১) অমানী—যে জন কাহারও নিকট মনের আকাঙ্ক্ষা করেন না। (২২) মানদ—যিনি অন্য সকলকে সম্মান দেন। (২৩) কল্য—যিনি পরকে প্রবোধ প্রদানে নিপুণ। (২৪) মৈত্র—যিনি কাহাকেও বঞ্চনা করেন না। (২৫) কারুণিক—পরদুঃখে কাতর হইয়া সর্ব্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু দৃষ্টবস্তু প্রাপ্তির লোভে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। (২৬) কবি—সম্যক্ জ্ঞানী। এই পর্য্যন্ত স্বামীপাদকৃত টীকার ব্যাখ্যা। এইস্থানে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—শ্রীভগবানের চরণে শরণাগতির লক্ষণ "মচ্ছরণঃ" এই পদটি বিশেষ্য, আর সমুদয় পদগুলি বিশেষণ। কারণ শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ বিনা সমস্ত সদ্‌গুণ মায়িক, অর্থাৎ মায়াময়-সাত্ত্বিক। কেহ যদি শ্রীভগবান্‌কে আশ্রয় না করিয়া পরোপকারী, সত্যবাদী প্রভৃতি গুণ-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেও সে সমুদয় গুণ ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা দোষে দুষ্ট বলিয়া দোষমধ্যেই পরিগণিত। ইহার পরেও অষ্টাবিংশ সাধুর লক্ষণে "স চ সত্তমঃ" এই শ্লোকে "চ"-কার উল্লেখ করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত সাধু যেমন "সত্তম" অর্থাৎ সাধুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি এই ব্যক্তিও সত্তম। ইহার দ্বারা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে—ভগবানের চরণে শরণাগতি লক্ষণ দ্বারাই সাধুর মুখ্য সাধুত্ব। সর্ব্ব সদ্‌গুণহীন হইয়াও যদি শ্রীভগবানে একান্ত শরণাগত হয়,